মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা

(কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ের অনুবাদ)

মূল

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শাইবা রহ.

তাহকিক

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা রহ.

অনুবাদ

মুফতি ইলিয়াস খান
মুফতি মাহদী খান

সম্পাদনা

মুফতি আল আমিন

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়
শাইখ আহমাদ রিফআত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

অনুবাদকের কথা

মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবার ফিতান অধ্যায়ের কাজ সমাপ্ত করতে পেরে দয়াময় রবের শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ! মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা হাদিস ও আছারের সুবিশাল গ্রন্থ। হিজরি তৃতীয় শতাব্দির শুরুর দিকে ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শাইবা এটা সংকলন করেছেন। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার হাদিস ও আছার রয়েছে। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা তাঁর সুযোগ্য তিন পুত্রের সহযোগিতায় দীর্ঘ ষোল বছরে কিতাবটির তাখরিজ, তালিক ও তাহকিক সম্পন্ন করেছেন। তাঁর তাহকিককৃত নুসখা সামনে রেখে আমরা অনুবাদের কাজ করেছি এবং তাঁর তাহকিক থেকেই আমরা টীকা সংযোজন করেছি।

বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ। সামাজিক ফিতনা, ধর্মীয় ফিতনা, প্রযুক্তিগত ফিতনা, অপসংস্কৃতির ফিতনাসহ আরো বিভিন্ন ফিতনা আমাদেরকে ছেয়ে নিয়েছে। নববি যুগ থেকে যত দূরত্ব বাড়ছে ফিতনার প্রকটও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “এ উম্মাহর প্রথম অংশে কল্যাণ ও স্বস্তি রাখা হয়েছে আর অচিরেই শেষ অংশে আসবে বালা-মুসিবত এবং এমন সব অপ্রীতিকর বিষয় যা তোমরা অপছন্দ করবে। ফিতনাসমূহ পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে। একটি ফিতনা আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক। যখন এটা দূর হয়ে অন্য ফিতনা আসবে তখন সে বলবে, এ ফিতনায় আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর এটাও কেটে যাবে।” অর্থাৎ লাগাতার ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে। একটা অন্যটার তুলনায় মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হবে। ফিতনার কারণে সর্বত্র জুলুম, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য, সংঘাত, হত্যা ইত্যাদি ঘটতে থাকবে। গোটা বিশ্ব নরকে পরিণত হবে। এজন্য মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। ঈমানের উপর দৃঢ় ও মজবুত থাকা নিহায়াত কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং ফিতনার সময় নিজের ঈমান আমল রক্ষা করার জন্য এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

কিয়ামতের পূর্বে কি কি ফিতনা ঘটবে এবং সেসব ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় কি, এ সম্পর্কে হাদিস ও আছারের অধিকাংশই এ কিতাবটির

যে ফিতনায় জড়ানো অপছন্দ করে এবং এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ:إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ; فَمِنْ ثَمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ قَالَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ: فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي قَالَ: قُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ; قَالَ:

فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ نَكَسَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

[৩৮২৬৪] আব্দুর রহমান ইবনু আবদু রব্বিল কাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় বসে আছেন আর তার চারপাশে লোকজনের ভীড়। অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, আমরা এক সফরে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিলাম। আমাদের কেউ তাবু টানাচ্ছিলো কেউ তীর-ধনুক ঠিক করছিলো আবার কেউ পশুপাল নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। এ সময় তাঁর ঘোষক ঘোষণা দিলো, নামাজের জন্য সমবেত হও। আমরা সমবেত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং খুতবাতে বললেন, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবির উপরই এ দায়িত্ব ছিলো যে, তিনি তার উম্মতের কল্যাণকর বিষয়ে সব বলে দিবেন এবং ক্ষতিকর বিষয়ে সতর্ক করবেন। আর তোমাদের এ উম্মতের প্রথম অংশে কল্যাণ ও স্বস্তি রাখা হয়েছে এবং শেষ অংশে অচিরেই আসবে বালা-মুসিবত এবং এমন সব অপ্রীতিকর বিষয় যা তোমরা অপছন্দ করবে। এভাবে ফিতনাসমূহ পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে। একটি ফিতনা আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক। যখন এটা দূর হয়ে অপর ফিতনা আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, এ ফিতনায় আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর এটাও কেটে যাবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় এবং জান্নাতের আশা করে, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করে এবং সে যেন মানুষের সঙ্গে তেমন আচরণ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। যে ব্যক্তি ইমামের হাতে বাইআত হয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং অন্তরে সেটার ইচ্ছাও পোষণ করে, তবে সে যেন তা যথাসাধ্য পালন করে। তারপর অপর কেউ যদি [নেতৃত্বের জন্য] তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিবে। রাবি বলেন, এ কথা শুনে ভীড়ের মধ্য থেকে আমি আমার মাথা বের করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ হাদিস শুনেছেন? তখন তিনি তার হাত দিয়ে উভয় কানের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার কর্ণদ্বয় তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। তখন আমি তাকে বললাম, ঐ যে আপনার চাচাতো ভাই [মুআবিয়া] তিনি তো আমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন আমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করি অথচ আল্লাহ বলেছেন—হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে

بِأَرْضِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى صَخْرَةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاةَ.

[৩৮২৬৬] আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই অনতি বিলম্বে এমন ফিতনা ঘটতে থাকবে, যখন শয়নকারী উপবিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে, উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে, দাঁড়ানো ব্যক্তি পদচারীর চেয়ে এবং পদচারী দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। তখন এক লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, যার উট আছে, সে তার উট নিয়ে, যার মেষপাল আছে, সে তার মেষপাল নিয়ে এবং যার জমিন আছে সে তার জমিন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আর যার এগুলোর কিছুই নেই, সে তার তরবারি নিবে এবং প্রস্তরাঘাতে সেটার ধারালো অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর যথাসম্ভব সে নিজেকে ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখবে।[৪]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، رَفَعَهُ عَبِيدَةُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمُوْضِعِ.

[৩৮২৬৭] আব্দুল আলা ও আবিদাহ সাদের সূত্রে এই হাদিস বর্ণিত। তবে আবিদা হাদিসটি মারফু বর্ণনা করছেন এবং আব্দুল আলা মারফু বর্ণনা করেননি। তিনি বলেন, এমন ফিতনা ঘটবে যে, যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তি পদচারীর চেয়ে এবং পদচারী দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে নিরাপদে থাকবে।[৫]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُبَيْعٍ، أَوْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فَجَلَبْتُ مِنْهَا دَوَابَّ ; فَإِنِّي لَفِي

---

[৪] হাদিস: সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৯, ৪০, ৪৮; আস-সহিহ, মুসলিম: [১৩] ৪/২২১৩; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪২৫৫; বাযযার: ৩৬৭৭; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪৪০, ৪৪১।

[৫] হাদিস: সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ১/১৬৮; আস-সহিহ, বুখারি: ৭০৮১, ৭০৮২; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২২১১ [১০]; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪২৫৮; আস-সুনান, তিরমিযি: ২১৯৪; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪৪১; আবু ইয়ালা: ৭৮৫, ৭৮৯।

যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরপর কি হবে? তিনি বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দাজ্জাল কী নিয়ে আসবে? তিনি বললেন, সে আগুন ও পানির নহর নিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি তার আগুনে পতিত হবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে পতিত হবে তার সাওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি অবধারিত হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দাজ্জালের পর কি হবে? তিনি বললেন, তোমাদের কারো ঘোড়া বাচ্চা দিবে এবং তা সাওয়ারের উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে।[৬]

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْيَشْكُرِيُّ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ النَّاسُ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

[৩৮২৬৯] নাসর ইবনু আসেম লাইসি বলেন, আমি হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, লোকজন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। আর আমি জানতাম, কল্যাণ কখনো আমার থেকে ছুটবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হে হুযাইফা! তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। এরূপ তিনি

---

[৬] হাদিস: হাসান। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৮৬, ৩৮৭, ৪০৩, ৪০৪; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪২৪১, ৪২৪৩, ৪২৪৬; আস-সুনান, নাসাঈ: ৮০৩২; আস-সহিহ, ইবনু হিব্বান: ৫৯৬৩; আল-কামিল, ইবনু আদি: ২/৬৬৭; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪৩২, ৪৩৩; আবু দাউদ, আত-তায়ালিসি: ৪৩৭, ৪৪২, ৪৪৩; আন-নিহায়া: ২/২৫৬।

ভালো জানবে সেটা গ্রহণ করবে আর যা মন্দ জানবে সেটা পরিত্যাগ করবে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং এড়িয়ে যাবে।[৮]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

[৩৮২৭১] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান[৯] তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই মুসলমানের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে সে মেষ-পাল—যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে তার দীনকে রক্ষা করার জন্য পলায়ন করবে।[১০]

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، ائْتِ قَوْمَكَ فَانْهَهُمْ أَنْ يُخِفُّوا فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقُلْتُ: إِنِّي فِيهِمْ لَمَغْمُورٌ وَمَا أَنَا فِيهِمْ بِالْمُطَاعِ فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي لَأَنْ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِي أَعْنُزٍ حَضَنِيَّاتٍ أَرْعَاهَا فِي رَأْسِ جَبَلٍ حَتَّى يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرْمِيَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّفَّيْنِ بِسَهْمٍ أَخْطَأْتَ أَوْ أَصَبْتَ.

[৩৮২৭২] হুজাইর ইবনু রবি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, তুমি তোমার কওমের কাছে যাও এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে ক্ষিপ্র হতে নিষেধ করো। আমি বললাম, আমি তাদের অখ্যাত ব্যক্তি অনুসরণীয় ব্যক্তি নই। তিনি বললেন, আমার থেকে এ বার্তা পৌঁছে

---

[৮] হাদিস: হাসান। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ২/২১২, ৪/১৪৮, ১৫৮; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪২৪৫, ৪৩৪৩; আস-সুনান, তিরমিযি: ২৪০৬; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/২৮২, ২৮৩।

[৯] এই ব্যক্তি হলেন ইবনু আবি স'সা আল-আনসারি।

[১০] হাদিস: হাসান। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৩/৬, ৩০, ৪৩,৫৭; আস-সহিহ, বুখারি: ১৯; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪২৬৬; আস-সুনান, নাসাঈ: ১১৭৬৭; আস-সুনান, ইবনু মাজাহ: ৩৯৮০।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ; قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

[৩৮২৭৯] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের পর এমন সময় আসবে যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যা।[১৮]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَتْكُمُ الْفِتَنُ مِثْلَ قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَهْلَكُ فِيهَا كُلُّ شُجَاعٍ بَطَلٍ، وَكُلُّ رَاكِبٍ مُوضِعٍ وَكُلُّ خَطِيبٍ مُصْقِعٍ.

[৩৮২৮০] ইয়াযিদ ইবনুল আসম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনাসমূহ একের পর এক তোমাদের নিকট আসতে থাকবে। তাতে প্রত্যেক বীর-বাহাদুর প্রত্যেক দ্রুতগামী আরোহী এবং প্রত্যেক উচ্চকণ্ঠ বাগ্মী মারা যাবে।[১৯]

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى؟ قَالَ: نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْفِتَنُ تَقَعُ كَالظُّلِّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৫৭; ৪/৪২৩, ৪২৪: আস-সহিহ, ইবনু হিব্বান: ৫৯৬০, ৬৬৮৫; আস-সুনান, বাইহাকি: ৮/১৯১; আবু দাউদ, আত-তায়ালিসি: ৪৫৯।

[১৮] হাদিস: সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ১/৩৮৯, ৪০২, ৪০৫, ৪৫০; ৪/৩৯২, ৪০৫; আস-সহিহ, বুখারি: ৭০৬২-৭০৬৫; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২০৫৭[১০]; আস-সুনান, তিরমিযি: ২২০০।

[১৯] আব্দুর রাজ্জাক: ২০৮২৭; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৫২৯। হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি শাইখাইনের শর্তে হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

[৩৮২৮১] কুরয ইবনু আলকামা আল-খুযায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইসলামের কি শেষ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আরব ও আযমের অধিবাসীদের থেকে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ কল্যাণ চান তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান দিবেন। সে বললো, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, তারপর ছায়ার ন্যায় একের পর এক ফিতনাসমূহ ঘটতে থাকবে। তাতে তোমরা বড় ও বিষাক্ত সাঁপের ফণা তুলে কাউকে দংশন করার ন্যায় ফিরে যাবে। আর তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে।[২০]

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

[৩৮২৮২] উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার এক টিলার উপর উঠে বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি তোমাদের গৃহসমূহে বৃষ্টিপাতের মতো ফিতনাসমূহ নিপতিত হবার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।[২১]

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ وَثَبَ مَرْوَانُ بِالشَّامِ حِينَ وَثَبَ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَوَثَبَتِ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ ; قَالَ: قَالَ أَبُو الْمِنْهَالِ: غُمَّ أَبِي غَمًّا شَدِيدًا قَالَ: وَكَانَ يُثْنِي عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلْوٍّ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ

---

[২০] সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৩/৪৭৭; আস-সহিহ, ইবনু হিব্বান: ৫৯৫৬; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ১/৩৪৪, ৪/৫৫; আল-মুজাম, তাবরানি: ১৯ [৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬]; আবু দাউদ, আত-তায়ালিসি: ১২৯০; আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, ইবনু আবি আসিম: ২৩০৫; আল-হুমাইদি: ৫৭৪। হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[২১] সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/২০০২০৮; আস-সহিহ, বুখারি: ১৮৭৮, ২৪৬৭, ৩৫৯৭, ৭০৬০; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২২১১ [৯]।

الْحَدِيثَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلَا تَرَى؟ أَلَا تَرَى؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ قِلَّتِكُمْ وَجَاهِلِيَّتِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي قَدْ أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ يَعْنِي مَرْوَانَ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ تَدْعُونَهُمْ قُرَّاءَكُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَدَعْ أَحَدًا قَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا تَرَى؟ قَالَ: لَا أَرَى الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مُلَبَّدَةٍ خِمَاصٍ بُطُونِهِمْ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ خِفَافُ ظُهُورِهِمْ مِنْ دِمَائِهِمْ.

[৩৮২৮৩] আবু মিনহাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবনু যিয়াদকে অপসরণ করা হলো সে সময় মারওয়ান শাম দখলে নিলো, ইবনু যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা আয়ত্তে নিলেন এবং কুররাগণ বসরা অধীনে নিলেন। আবু মিনহাল বলেন, আমার পিতা খুব চিন্তিত হলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবির কাছে নিয়ে চলো। তারপর প্রচন্ড গরমের কোনদিনে আমরা আবু বারযা আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি বাঁশের তৈরি ছাদের ছায়ায় বসা ছিলেন। আমার পিতা তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আবু বারযা! আপনি কি এসব দেখছেন না? আপনি কি এসব দেখছেন না? আমার পিতার সর্বপ্রথম কথা এটাই ছিলো। তিনি বললেন, আমি কুরাইশ গোত্রের উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছি। তোমরা আরব জাতি, তোমাদের জানা আছে যে তোমরা অপদস্থ ও জাহিলিয়্যাতের অন্ধকারে ডুবে ছিলে। এরপর আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করেছেন; এমনকি এমন মান-মর্যাদা দান করেছেন যা তোমরা দেখছো। আর দুনিয়া তোমাদের সব বরবাদ করে দিচ্ছে। নিশ্চয় যে শামে আছে মারওয়ান—সে দুনিয়ার লোভে লড়াই করছে। আর যে মক্কায় আছে, ইবনু যুবায়ের—সেও দুনিয়ার মোহে যুদ্ধ করছে। আর তোমাদের আশেপাশের লোকগুলো যাদেরকে তোমরা কুররা বলো তারাও দুনিয়ার জন্য বিগ্রহ করছে। রাবি বলেন, যখন তিনি কাউকেই ছেড়ে বললেন না, তখন আমার পিতা তাকে বললেন, হে আবু বারযা! আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, আমি কোন জটবদ্ধ দলের মধ্যেই কল্যাণ

[৩৮২৮৮] ইয়াশকুরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্ধ ও বোবা ফিতনা সৃষ্টি হবে। আর সে সময় জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী একদল লোক হবে। হে হুযাইফা! তাদের কাউকে অনুসরণ করা থেকে বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করা তোমার জন্য উত্তম হবে।[২৭]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ؟ قَالَ: تَدْخُلُ بَيْتَكَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ دَخَلَ بَيْتِي؟ قَالَ: قُلْ: لَنْ أَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

[৩৮২৮৯] রিবঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলো, যখন মুসল্লিগণ পরস্পর হানাহানি, করবে তখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, তুমি ঘরে প্রবেশ করবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, যদি আমার ঘরেও ঢুকে পড়ে, তাহলে আমি কী করবো? তিনি জবাবে বললেন, তুমি বলবে, কিছুতেই আমি তোমাকে হত্যা করবো না। কেননা, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।[২৮]

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: وُكِّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثَةٍ: بِالْجَادِّ النِّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْأُمُورَ وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ فَأَمَّا الْجَادُّ النِّحْرِيرُ ; فَتَصْرَعُهُ وَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْحَثُهُمَا فَتَبْلُو مَا عِنْدَهُمَا.

[৩৮২৯০] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের মাধ্যমে ফিতনা সংগঠিত হবে। এক. ঐকান্তিক বুদ্ধিমান, যখন তার সামনে কোন জিনিস উঁচু হয় তখন সেটাকে তরবারি দ্বারা ঠাণ্ডা করে দেয়। দুই. খতিব সাহেব, যার নিকট সব বিষয় ন্যস্ত করা হয়। তিন. শরীফলোক, ঐকান্তিক বুদ্ধিমান

---

[২৭] সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ২৩২৮২; আস সুনান, আবু দাউদ: ৪২৪৬; আস-সহিহ, ইবনু হিব্বান: ৫৯৬৩; আস সুনান, নাসাঈ: ৮০৩২।

[২৮] সনদ: সহিহ। কিতাবুল ফিতান, নুআইম ইবনু হাম্মাদ: ৩৫০; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪৪৪।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ وَمَا بَعَثَاتُهَا؟ قَالَ: بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ وَوَقَفَاتُهَا إِغْمَادُهُ.

[৩৮২৯৪] যাইদ ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফিতনা কোষবদ্ধ ও কোষমুক্ত হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, কোষবদ্ধ তলোয়ার আর কোষমুক্ত তলোয়ার।[৩৩]

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ؟ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا غَنِيٌّ خَفِيٌّ قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءُ أَحَدِنَا يَطْرَحُ بِهِ كُلَّ مَطْرَحٍ وَيَرْمِي بِهِ كُلَّ مَرْمًى؟ قَالَ: كُنْ إِذًا كَابْنِ الْمَخَاضِ لَا رَكُوبَةَ فَتُرْكَبُ، وَلَا حَلُوبَةَ فَتُحْلَبُ.

[৩৮২৯৫] আমের ইবনু ওয়াসিলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ফিতনার সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন নিগূঢ় ধনী ব্যক্তি উত্তম বিবেচিত হবে? আমি বললাম, কেমন হবে? তিনি বললেন, নিশ্চয় সেটা আমাদের কারো দক্ষিণা যেটা সে নিক্ষেপ করার স্থানে নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন, তুমি তখন ইবনু মাখায [যে উটের বাচ্চা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে] হয়ে যাবে। না তাতে আরোহণ করা যায় যে, তাতে আরোহণ করবে। না সেটা দোহন করা যায় যে, তা দোহন করবে।[৩৪]

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّوَّاعِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ تُقْبِلُ مُشَبَّهَةً وَتُدْبِرُ مُمِيتَةً فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالْبَدُوا يَجُودُ الرَّاعِي عَلَى عَصَاهُ خَلْفَ غَنَمِهِ لَا يَذْهَبُ بِكُمُ السَّيْلُ.

[৩৮২৯৬] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অচিরেই এমন ফিতনা সংঘটিত হবে, যা আসবে ঘোলাটে হয়ে এবং যাবে সবকিছু বিনষ্ট করে। যদি

---

[৩৩] যয়িফ। আল হারেস ইবনু হাসিরাহ দুর্বল রাবি। আল-মুসতাদরাক, হাকিম : ৪/৪২৯।
[৩৪] সনদ: সহিহ। আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪২৯।

সে সময় এসে পড়ে তখন রাখালের লাঠি দ্বারা উত্তমভাবে পশুপালের পেছনে লেগে লেগে থাক। স্রোত যেন তোমাদেরকে ভাসিয়ে নিতে না পারে।[৩৫]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: أَكَفَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ كَانَتْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ فَيَأْتُونَهَا فَيُكْرِهُونَ عَلَيْهَا ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَأْتُونَهَا حَتَّى ضُرِبُوا عَلَيْهَا بِالسِّيَاطِ وَالسُّيُوفِ حَتَّى خَاضُوا الْمَاءَ، حَتَّى لَمْ يَعْرِفُوا مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرُوا مُنْكَرًا.

[৩৮২৯৭] মায়মুন ইবনু আবি শাবিব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বনি ইসরাঈল কি এক দিনেই কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে? তিনি বললেন, না। বরং তাদের সামনে কোন ফিতনা প্রকাশ পেলে তারা সেটা অবজ্ঞা করেছে! যে কারণে সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর আরেকটা ফিতনা প্রকাশ পেলে তারা সেটাও অবজ্ঞা করেছে যে কারণে তাদেরকে চাবুক ও তরবারি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশেষে তারা ফিতনায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যে, তারা ভালোকে ভালো হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং মন্দকে মন্দ ভাবেনি।[৩৬]

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، فِي جِنَازَةِ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا السَّرِيرِ يَقُولُ: مَا بِي بَأْسٌ مُذْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَئِنِ اقْتَتَلْتُمْ لَأَدْخُلَنَّ بَيْتِي فَلَئِنْ دَخَلَ عَلَيَّ لَأَقُولَنَّ: هَا بُؤْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ.

[৩৮২৯৮] রিবঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার সময় আমি এক লোককে বলতে শুনেছি, আমি এই খাটওয়ালাকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এ কথা শুনার পর আমাকে কোনো ফিতনা গ্রাস করতে পারেনি। আর তা হল, যদি তোমরা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত

---

[৩৫] সনদ: যয়িফ। সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াঈ অজ্ঞাত রাবি।

[৩৬] সহিহ। শুআবুল ঈমান, বাইহাকি: ৭২১৭, ৬৮১৭; আল-হিলইয়া, আবু নুআইম : ১/২৭৯।

হও, তবে আমি আমার ঘরে প্রবেশ করব, যদি সেখানেও প্রবেশ করে, তাহলে আমি বলবো, ঠিক আছে আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও।[৩৭]

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَارَقَ الْإِسْلَامَ.

[৩৮২৯৯] সাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে গেলো, সে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।[৩৮]

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

[৩৮৩০০] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই মানুষের নিকট এমন সময় আসবে, যখন ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় দুআ প্রার্থনাকারী ছাড়া কেউ রেহাই পাবে না।[৩৯]

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

[৩৮৩০১] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই মানুষের নিকট এমন সময় আসবে, যখন ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় দুআ প্রার্থনাকারী ছাড়া কেউ (ফিতনা থেকে) রেহাই পাবে না।[৪০]

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ثُمَّ يُمْسِي وَمَا يَنْظُرُ بِشَفْرٍ.

---

[৩৭] সনদ: যয়িফ। সনদে ইবহাম (অস্পষ্টতা) রয়েছে। আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৮৯, ৩৯৩; আবু দাউদ, আত-তায়ালিসি: ৪১৭।

[৩৮] সনদ: হাসান। রাবি সাদ (সদুক) সত্যবাদী। আত-তারিখ, বুখারি : ৪/৪৫।

[৩৯] সহিহ। আল-হিলইয়া, আবু নুআইম : ১/২৭৪; আস-সুনান, বাইহাকি : ১১১৫।

[৪০] মারফু-এর হুকুমে সনদ সহিহ। আল মুসতাদরাক, হাকিম : ১/৫০৭।